FEB. 1 2 2001

ভোরের কাগজ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

একের পর এক চুরির ঘটনা □ কর্মচারীরা ধর্মঘটে

সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজের প্রশাসনিক কার্যক্রম ভেঙে পড়েছে

বাপ্পা ঘোষ চৌধুরী, সিলেট থেকে : সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রশাসনিক কার্যক্রম কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। হাসপাতালের ওয়ার্ড মাস্টার হামিদুল হকের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ ও তার বদলির দাবিতে ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের আন্দোলনের ফলে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এতে করে হাসপাতালের চিকিৎসাসেবাও ব্যাহত হচ্ছে।

এদিকে গতকাল রোববার ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীরা হাসপাতালের পরিচালককে তাদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ২ ঘন্টা অবরুদ্ধ কর রাখা ছাড়াও ৩ ঘন্টার কর্মবিরতি পালন করেছে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, গত ৪ ফেব্রুয়ারি রাতে নার্সিং হোস্টেলের কিছু জিনিসপত্র চুরি হয় এবং ঐ রাতেই হাসপাতালের অফিসে ঢোকার জন্য কলাপসিবল গেট ভেঙে ফেলতে পারলেও চোর ভিতরে ঢুকতে পারেনি। পরদিন হাসপাতালের পরিচালক কর্নেল মোহাম্মদ মাসুদ কোতোয়ালি থানায় এ ব্যাপারে একটি সাধারণ ডায়েরি করেন। এর প্রতিবাদে ওয়ার্ড মাস্টার হামিদুল হকের নেতৃত্বে ৫ ফেব্রুয়ারি সকালে তার সহযোগীরা পরিচালকের কক্ষে হামলা চালায় এবং পরিচালকের উপস্থিতিতেই নিজাম উদ্দিন নামের এক কর্মচারীকে মারধর করে।

জানা যায়, গত ১৪ মাসে হাসপাতালে মোট পাঁচবার চুরি সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু কখনই থানায় ডায়েরি করা হয়নি। প্রত্যেক বারই তদন্ত কমিটি গঠন করে তদন্ত হয়েছে। মূল্যবান ওষুধপত্রসহ প্রত্যেক বার হাসপাতালের নগদ টাকা চুরি গেলেও তদন্ত কমিটি দোষীদের চিহ্নিত করতে পারেনি। এবার চুরির ঘটনায় থানায় ডায়েরি করার পর ওয়ার্ড মাস্টার হামিদুল হক ক্ষেপে যান। তারপর থেকেই ধারণা করা হচ্ছে প্রত্যেক ঘটনায় তার সম্পৃক্ততা রয়েছে। এ সব ঘটনাবলির ব্যাপারে হাসপাতালের পরিচালকের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি এর সত্যতা স্বীকার করেন।

এদিকে ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী সমিতি হামিদুল হককে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য ঐ দিনই তাৎক্ষণিকভাবে তাকে সমিতির সভাপতির পদসহ সব ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে বহিষ্কার করে তার বদলির জন্য আন্দোলন শুরু করেছে। গতকাল থেকে তারা হাসপাতালে সকাল ৯টা থেকে ১২টা পর্যন্ত কর্মবিরতি এবং ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত পরিচালকের অফিস কক্ষের সামনে অবস্থান ধর্মঘট পালন করছে। কর্মচারীদের সূত্রে জানা গেছে, এ কর্মসূচি আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত চলবে। এর মধ্যে দাবি মেনে না নিলে আরো কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। গতকাল অবস্থান ধর্মঘট চলাকালে সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোঃ ফয়জুল হকের সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সমিতির মোঃ মঈন উদ্দিন, সুজিত কুমার, মনিরুল হক কাজী, আব্দুল মোতালেব প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

এদিকে ঘটনার পর থেকে হামিদুল হক ঢাকায় অবস্থান করছেন। তার সম্ভাব্য বদলি ঠেকাতে তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তদবির শুরু করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গতকাল হাসপাতালের পরিচালক কর্নেল মোহাম্মদ মাসুদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি হাসপাতালের প্রশাসনিক কার্যক্রম অচল হয়ে পড়ার ঘটনা স্বীকার করেন। পরিস্থিতি তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে বলেও তিনি জানান। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান, সন্ত্রাসী ঘটনার পর হামিদুল হককে ২৪ ঘন্টার সময় দিয়ে কৈফিয়ত চাইলে সে তা থেকে বিরত থাকে। এ সমস্ত ঘটনা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে তাৎক্ষণিকভাবে ফ্যাক্স করে জানানো হয়েছে। পরিচালক বর্তমানে সরকারি বিধিমোতাবেক বিভাগীয় মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন। এদিকে হাসপাতালের চিকিৎসাসেবা ব্যাহত হচ্ছে বলেও তিনি স্বীকার করেছেন।